

Subject  $\Rightarrow$  Political Science

Semester  $\Rightarrow$  IV

Course  $\Rightarrow$  Human Rights, Gender and Environment

Code  $\Rightarrow$  POL-H-GE-T-2 (GE)

Teacher's name  $\Rightarrow$  Subrata Adhikary

Short Question (Marks  $\Rightarrow$  2)

Chapter  $\Rightarrow$  II (Human Rights)

১) মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়?

Ans: মানবাধিকার হল এমন সব অধিকার যা প্রতিটি মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের, তার স্বাধীনতা ও সোচ্চারিতা রক্ষণ ও বৃদ্ধিতে  $\&$  অব্যাহত অগ্রসর হওয়ার অধিকার। 'মানুষ' হিসেবে আনুষ্ঠানিক সোচ্চারিতা প্রাপ্ত আনুষ্ঠানিক বা জন্মগত অধিকারগুলিকে মানবাধিকার বলে।

২) 'মানবাধিকার অধ্যয়ন বিষয় কোর্সলাপস' কবে গৃহীত হয়?

Ans: আনুষ্ঠানিক মানবাধিকার কমিশনের উদ্দেশ্যে 1948 সালে 10 ডিসেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশন সভায়- মানবাধিকার অধ্যয়ন বিষয় কোর্সলাপস গৃহীত হয়।

৩) মানবাধিকারের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

Ans: মানবাধিকারের দুটি বৈশিষ্ট্য হল —

(i) মানবাধিকার সার্বজনীন, অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে  $\&$  অধিকার গুলি প্রাপ্য করে।



(ii) মানবাধিকারগুলি অনাধুনিক ও পবিত্র, অধৈমিক আধিকার মানুষের মনুষ্যত্বের দাবিতেই সকল মানুষের মাংস বর্ডমান

4) মানবাধিকার ও মৌলিক আধিকারের মাংসে দুটি পার্থক্য দেখা, পার্থক্য দেখা,

কথাঃ মানবাধিকার ও মৌলিক আধিকারের মাংসে দুটি পার্থক্য হল -

(i) মানবাধিকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি পায়। কিন্তু মৌলিক আধিকার জাতীয় ক্ষেত্রে নিজে নিজে সীমিত উন্নতির মাংসে প্রযুক্তি পায়।

(ii) সকল মানুষের মনুষ্যত্বের আধিকার রয়েছে অর্থাৎ সকল মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই এই মানবাধিকার আধুনিক, কিন্তু মৌলিক আধিকার নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণি বা শ্রেণির নাগরিকদের জন্য প্রযুক্তি,

5) ভারতে মানবাধিকার আইন কবে প্রণীত হয়?

কথাঃ ভারতীয় সংসদ 1993 সালে মানবাধিকার আইন প্রণয়ন করে, তবে এই আইন কার্যকরিত্ব লাভ করে 1994 সালের 8 জানুয়ারী।

6) ভারতে মানবাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি আইনের উল্লেখ করুন।

কথাঃ ভারতের মানবাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি আইন হল -

- (i) অসহযোগিতা আইন (১৯৩০)
- (ii) অসহযোগিতা আইন (১৯৪৭)
- (iii) অসহযোগিতা আইন (১৯৪৯)
- (iv) অসহযোগিতা আইন (১৯৫১)
- (v) অসহযোগিতা আইন (১৯৫২)
- (vi) অসহযোগিতা আইন (১৯৫৩)
- (vii) অসহযোগিতা আইন (১৯৫৪)
- (viii) অসহযোগিতা আইন (১৯৫৫)
- (ix) অসহযোগিতা আইন (১৯৫৬)
- (x) অসহযোগিতা আইন (১৯৫৭)
- (xi) অসহযোগিতা আইন (১৯৫৮)
- (xii) অসহযোগিতা আইন (১৯৫৯)
- (xiii) অসহযোগিতা আইন (১৯৬০)
- (xiv) অসহযোগিতা আইন (১৯৬১)
- (xv) অসহযোগিতা আইন (১৯৬২)
- (xvi) অসহযোগিতা আইন (১৯৬৩)
- (xvii) অসহযোগিতা আইন (১৯৬৪)
- (xviii) অসহযোগিতা আইন (১৯৬৫)
- (xix) অসহযোগিতা আইন (১৯৬৬)
- (xx) অসহযোগিতা আইন (১৯৬৭)
- (xxi) অসহযোগিতা আইন (১৯৬৮)
- (xxii) অসহযোগিতা আইন (১৯৬৯)
- (xxiii) অসহযোগিতা আইন (১৯৭০)
- (xxiv) অসহযোগিতা আইন (১৯৭১)
- (xxv) অসহযোগিতা আইন (১৯৭২)
- (xxvi) অসহযোগিতা আইন (১৯৭৩)
- (xxvii) অসহযোগিতা আইন (১৯৭৪)
- (xxviii) অসহযোগিতা আইন (১৯৭৫)
- (xxix) অসহযোগিতা আইন (১৯৭৬)
- (xxx) অসহযোগিতা আইন (১৯৭৭)
- (xxxi) অসহযোগিতা আইন (১৯৭৮)
- (xxxii) অসহযোগিতা আইন (১৯৭৯)
- (xxxiii) অসহযোগিতা আইন (১৯৮০)
- (xxxiv) অসহযোগিতা আইন (১৯৮১)
- (xxxv) অসহযোগিতা আইন (১৯৮২)
- (xxxvi) অসহযোগিতা আইন (১৯৮৩)
- (xxxvii) অসহযোগিতা আইন (১৯৮৪)
- (xxxviii) অসহযোগিতা আইন (১৯৮৫)
- (xxxix) অসহযোগিতা আইন (১৯৮৬)
- (xl) অসহযোগিতা আইন (১৯৮৭)
- (xli) অসহযোগিতা আইন (১৯৮৮)
- (xlii) অসহযোগিতা আইন (১৯৮৯)
- (xliiii) অসহযোগিতা আইন (১৯৯০)
- (xliv) অসহযোগিতা আইন (১৯৯১)
- (xlv) অসহযোগিতা আইন (১৯৯২)
- (xlvi) অসহযোগিতা আইন (১৯৯৩)
- (xlvii) অসহযোগিতা আইন (১৯৯৪)
- (xlviii) অসহযোগিতা আইন (১৯৯৫)
- (xlvix) অসহযোগিতা আইন (১৯৯৬)
- (xl) অসহযোগিতা আইন (১৯৯৭)
- (xli) অসহযোগিতা আইন (১৯৯৮)
- (xlii) অসহযোগিতা আইন (১৯৯৯)
- (xliiii) অসহযোগিতা আইন (২০০০)
- (xliiiii) অসহযোগিতা আইন (২০০১)
- (xlv) অসহযোগিতা আইন (২০০২)
- (xlvi) অসহযোগিতা আইন (২০০৩)
- (xlvii) অসহযোগিতা আইন (২০০৪)
- (xlviii) অসহযোগিতা আইন (২০০৫)
- (xlvix) অসহযোগিতা আইন (২০০৬)
- (xl) অসহযোগিতা আইন (২০০৭)
- (xli) অসহযোগিতা আইন (২০০৮)
- (xlii) অসহযোগিতা আইন (২০০৯)
- (xliiii) অসহযোগিতা আইন (২০১০)
- (xliiiii) অসহযোগিতা আইন (২০১১)
- (xlv) অসহযোগিতা আইন (২০১২)
- (xlvi) অসহযোগিতা আইন (২০১৩)
- (xlvii) অসহযোগিতা আইন (২০১৪)
- (xlviii) অসহযোগিতা আইন (২০১৫)
- (xlvix) অসহযোগিতা আইন (২০১৬)
- (xl) অসহযোগিতা আইন (২০১৭)
- (xli) অসহযোগিতা আইন (২০১৮)
- (xlii) অসহযোগিতা আইন (২০১৯)
- (xliiii) অসহযোগিতা আইন (২০২০)
- (xliiiii) অসহযোগিতা আইন (২০২১)
- (xlv) অসহযোগিতা আইন (২০২২)
- (xlvi) অসহযোগিতা আইন (২০২৩)
- (xlvii) অসহযোগিতা আইন (২০২৪)
- (xlviii) অসহযোগিতা আইন (২০২৫)
- (xlvix) অসহযোগিতা আইন (২০২৬)
- (xl) অসহযোগিতা আইন (২০২৭)
- (xli) অসহযোগিতা আইন (২০২৮)
- (xlii) অসহযোগিতা আইন (২০২৯)
- (xliiii) অসহযোগিতা আইন (২০৩০)



৩) জাতীয় মানসম্মতিকার কর্মসূচির ক্ষেত্রে গাঠিত হয় ?

উত্তরঃ জাতীয় মানসম্মতিকার কর্মসূচির ক্ষেত্রে গাঠিত হয় ৩ নম্বর ধারা অনুসারে জাতীয় মানসম্মতিকার কর্মসূচির ৪(৮) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এই ৪ জন সদস্য হল চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্ট, একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সুপ্রিম কোর্টের কর্মসূচি বা অফিস প্রাপ্ত একজন বিচারপতি, একজন হাইকোর্টের কর্মসূচি বা অফিস প্রাপ্ত বিচারপতি, মানসম্মতিকার কর্মসূচি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এমন দুইজন স্থিতি। এছাড়া জাতীয় মন্ত্রণালয় কর্মসূচি, জাতীয় মহিলা কর্মসূচি ও জাতীয় ভাষা কর্মসূচি ও উল্লেখিত কর্মসূচির চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারসহ এই কর্মসূচির সদস্য হন।

৪) জাতীয় মানসম্মতিকার কর্মসূচির ক্ষেত্রে ও কার্যসম্মতি প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা,

উত্তরঃ জাতীয় মানসম্মতিকার কর্মসূচির ক্ষেত্রে দুটি ক্ষেত্র -  
১) জাতীয় মানসম্মতিকার- কর্মসূচির ক্ষেত্রে আদালতের বিচারিক মানসম্মতিকার ক্ষেত্রে অভিযোগের ক্ষেত্রে জড়িত বিশেষ মন্ত্রিসচল আদালতের অনুমোদন নিয়ে মন্ত্রিসচল করতে পারে,  
২) অসুস্থিতি বা অসুস্থিতি কার্যকরী মানসম্মতিকার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যকরী কর্মসূচির ক্ষেত্রে ও উল্লেখিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে কার্যসম্মতি প্রদান করা হবে।



৯) ভারতে মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধানের যৌক্তিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তরঃ ভারতে মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য - (i) ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অঙ্কে (মৌলিক অধিকারসূচি) নিশ্চিত করা হয়েছে, (ii) ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অঙ্কে নির্দিষ্টকৃত ন্যূনতম সংরক্ষণ করা হয়েছে,

১০) পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার কমিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এটি কত সদস্য বিশিষ্ট ?

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন 1995 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, এটি 5 সদস্য বিশিষ্ট,

১১) মানবাধিকার সংরক্ষণের চৌদ্দাঙ্গীয় নীতি অধিকারসূচি কী কী ?

উত্তরঃ মানবাধিকার সংরক্ষণের চৌদ্দাঙ্গীয় নীতি অধিকারসূচি হল - (i) পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারসূচি, (ii) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসূচি, (iii) প্রত্যেক অধিকারে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে,

১২) মানবাধিকার চৌদ্দাঙ্গীয় নীতি কত নং সংসদ পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার নীতিতে রয়েছে ?

উত্তরঃ মানবাধিকার <sup>চৌদ্দাঙ্গীয়</sup> ~~নীতি~~, 2-21 নং সংসদ পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারসূচি বলতে করা হয়েছে।



13) মানবাধিকার চোষণপত্র কত নং আদেশ আর্থ-  
-আম্বাভিক-সাংস্কৃতিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে?

উত্তরঃ মানবাধিকার চোষণপত্রের ২২-২৭ নং আদেশ-  
-আম্বাভিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

14) আর্থ-আম্বাভিক-সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি কী কী?

উত্তরঃ কর্মের আধিকার, অস্বাস্থ্যের জন্য অস্বাস্থ্য বেতন,  
শিক্ষার অধিকার, জীবনমাত্রার উপস্থিত মানের আধিকার  
ইত্যাদি হল আর্থ-আম্বাভিক-সাংস্কৃতিক অধিকার।

15) শৌর ও বর্ণনৈতিক মানবাধিকারগুলি উল্লেখ কর।

উত্তরঃ সর্বোচ্চ শৌর ও বর্ণনৈতিক মানবাধিকার হল -  
জীবন, স্বাধীনতা ও শ্রান্তিও নিরাপত্তা, দাম্পত্য ও  
নির্দোষিতা থেকে মুক্তি; অন্যের সাথে অসামান্য অধিকার;  
চিকিৎসা, শিক্ষা, বয়স ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা;  
মানসিকভাবে অস্বাস্থ্যের ও অস্বাস্থ্যের আধিকার ইত্যাদি।

16) মানবাধিকার সংক্রান্ত বিধি চোষণপত্র কী?

উত্তরঃ মানবাধিকার সংক্রান্ত বিধি চোষণপত্র হল  
প্রধানত একটি আন্তর্জাতিক দলিল যা সুশিক্ষিত  
মানবাধিকার ও বর্ণনায় জন্য বিভিন্ন নীতি বলা  
করেছে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর আমেরিকা  
প্রজাতন্ত্রের আধিকার সভায় গৃহীত হয়।



17) ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଜନ ଦୁର୍ଗ ସାମବାୟିକତା ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ ସମ୍ପର୍କ,

ଉତ୍ତର: ଗଢ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନର୍ତ୍ତନା ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ,

18) ଭାରତ ସାମବାୟିକତା- ଅନ୍ତର୍ଗତର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସୋଜନ ଦୁର୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

ଉତ୍ତର: ଭାରତ ସାମବାୟିକତା ଅନ୍ତର୍ଗତର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସୋଜନ ହେଲା -  
i) ଭାରତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସାମବାୟିକ ଆନ୍ଦୋଳନ-  
-ଅଧିକାର ଉପରେ ସାମବାୟିକତା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରା ହୋଇଛି ।

ii) ଭାରତର କିଛି ସାମବାୟିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଗଣ  
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମବାୟିକ, ନାରୀ ସମାଜ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଆଦିକ  
ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

19) ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁର୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

ଉତ୍ତର: ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁର୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା -

i) ଭୂମି ଓ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା  
କାର୍ଯ୍ୟ ସାମବାୟିକତା ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ।

ii) ସୋଜନ ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା, ସାମବାୟିକତା ଯେତେ  
ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ହେଲା, ସେତେ ସୁରକ୍ଷା ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା  
ସାମବାୟିକତା ଉପରେ ନା ହେଲା ।